দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 SEP 1987

পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

93

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রী (প্রিলিমিনারী) পরীক্ষা পিছানোর আবেদন

চলতি মাসের ১১ তারিখে আকস্মিকভাবে ভারতের বাঁধ ভেঙ্গে পাহাড়ী ঢল নেমে আসে এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বানের পানি এই কাঁচা বাড়ীগুলোতে এবং নদীতে ধস নেমে আসায় ফসলের প্রায় ১00% ক্ষতি হয়। দিনাজপুর শহরের ৯৫% বাড়ীতে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে এবং মালামাল, আসবাবপত্র, খাদ্য-সামগ্রী এমনকি জনপ্রাণী বেধড়ক ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি শহর এলাকাতেই অনেক মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর ঘরের চালের ওপর দিয়ে পানির প্রবাহ গেছে। প্রাণের নিরাপত্তার জন্য মানুষ দলে দলে খালি হাতে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। নিশ্চয়ই আপনি আরো জানেন, উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২00 জন ভেসে বা ডুবে মারা গেছে। দিনাজপুর গ্রাম এলাকায় এখনো ত্রাণ পৌঁছায়নি। আমি নিজেও দু' ফুট পানির ওপর মাচায় দিন যাপন করছি। নোট এবং পুস্তকাদির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে এই অস্বাভাবিক ঢলে। এদিকে আগামী মাসের প্রথম থেকেই আমাদের মাষ্টার্স ডিগ্রী (প্রিলিমিনারী) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ আমরা আর্থিক, মানসিক ও নোটপত্র ইত্যাদি সকল দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত। তাই আমি মনে করি এই ব্যাপক ক্ষতির মুখে পতিত পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এই অত্যাল্প সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে হাজির হওয়া অসম্ভব। কম করে হলেও মাসাধিককাল সময় হাতে পেলে, সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতাম বলে আমার ধারণা।

সাম্প্রতিক বন্যায় উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বন্যা উপদ্রুত এলাকার। অনেকে আশ্রয় শিবিরবাসী। ছাত্র-ছাত্রীদের বই পুস্তক নোট নষ্ট হয়েছে। আর্থিক, মানসিক, নোটপত্র সকল দিক থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আগামী মাসের প্রথম থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স ডিগ্রী (প্রিলিমিনারী) পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের বর্তমান পারিবারিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মানবিক কারণে সহানুভূতি প্রদর্শন করে আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য মাষ্টার্স ডিগ্রী (প্রিলিমিনারী) পরীক্ষা অন্ততঃ আরো এক মাস পিছিয়ে নিয়ে আমাদের স্থিতিশীলভাবে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষে—
মোঃ আরিফ সিরাজ।